গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯ মার্চ, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১তম সভা ২৯ মার্চ, ২০১০ তারিখ বেলা ২.৩০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোহাম্মদ গোলাম কুদ্দুস - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় কার্যবিবরণী উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) জনাব এ, এস, এম, কবির কে অনুরোধ করেন। সভাপতি এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫-০৬-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫-০৬-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ২৫-০৬-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১০ম সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

(ক) সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণ ও ভাড়াকরণ প্রসঙ্গে ঃ

সিলেট স্থানীয় বিআরটিসি থেকে ৩৬ সিটের একটি মিনিবাস ভাড়া করার জন্য বিআরটিসির একটি প্রস্তাব বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিআরটিসির প্রস্তাবিত ভাড়া হিসেবে বার্ষিক ১০,৬৪,৪৪৮/- (দশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশত আটচল্লিশ) টাকা স্টাফ বাস কর্মসূচীর তহবিল হতে সংকুলান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় থেকে একটি মিনিবাস চালকসহ সিলেট বিভাগে প্রেরণ করার এবং মিনিবাসটি

CamScanner

পরিচালনায় বেতন-ভাতাদি, জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বার্ষিক আনুমানিক টাঃ ৩,৫৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) ব্যয় বরাদ্দের বিষয়ে বোর্ড সভায় প্রস্তাব করা হয়।

অন্যদিকে খুলনা বিভাগ থেকে বিআরটিসির বাস ভাড়ার বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রধান কার্যালয়ের একটি মিনিবাস চালকসহ সিলেট বিভাগে প্রেরণের এবং মিনিবাসটি পরিচালনার জন্য স্টাফ বাস কর্মসূচীর তহবিল হতে বার্ষিক টাঃ ৩,৫৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। খুলনা বিভাগ থেকে বিআরটিসির বাস ভাড়ার বিষয়ে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি প্রসঙ্গে।

ভবন নির্মাণের Feasibility Study র লক্ষ্যে Request For Proposal (RFP) আহবানের জন্য ১১-০১-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক PEC কর্তৃক মূল্যায়নকৃত ৪(চার)টি প্রতিষ্ঠানকে RFP আহবানের জন্য short list এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং ৩১-০৩-২০১০ তারিখের মধ্যে RFP জমা দেয়ার জন্য অত্র বোর্ডের স্মারক নং-০৫.২৫৪.০০২.০১.০০.০১২. ১৯৯৯ (অংশ-১) তারিখ ঃ ২৪-০২-২০১০ মারফত পত্র দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত RFP মূল্যায়নের জন্য ইতোপূর্বে গঠিত PEC কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় জনাব এস, এম, এ, মান্নান-কে ৩১-১২-২০০৯ তারিখ হতে এলপিআর ছুটি ভোগরত থাকা সত্বেও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। জনাব এস, এম, এ, মান্নান তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমিতে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বর্তমান প্রকল্প পরিচালক জনাব এস, এম, এ, মান্নান-কে তাঁর এলপিআর ছুটি বাতিল পূর্বক ২ (দুই) বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের জন্য সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রস্তাব পেরণের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ অতিরিক্ত সচিব(এলপিআর) ও প্রকল্প পরিচালক জনাব এস, এম, এ, মান্নান-কে তাঁর এলপিআর ছুটি বাতিল পূর্বক ২ (দুই) বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের জন্য সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে ১০ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্মারক নং ০৫.২৫৪.০০১.০১.০০.০০৩.২০০৪ (অংশ-১)-১০৪৪ তারিখ ঃ ১১-০৩-২০১০ এর মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর নিকট থেকে একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগ থেকে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি বলে সভায় জানানো হয়। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগ থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশনার, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগ থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ কমিশনার, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগ।

(ঘ) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসের পরিবর্তে বিআরটিসি থেকে একটি দ্বিতল বাস ভাড়া করে মোহাম্মদপুর-সচিবালয় রুটে প্রতিস্থাপন করে ঐ রুট থেকে নিজস্ব দুইটি ৫২ আসন বিশিষ্ট বাস প্রত্যাহার ও অপর একটি নিজস্ব বাস মেরামত করে রুট সমন্বয়ের মাধ্যমে নরসিংদী, গাজীপুর ও ধামরাই রুটে নিজস্ব বাস চালু করা হয়েছে। অত্র বোর্ড কর্তৃক এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উক্ত তিনটি রুট পরিচালনায় স্টাফ বাস কর্মসূচীর ব্যয় বহুলাংশে সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন বাস অত্র বোর্ডের পরিবহন কর্মসূচীতে নেই।

(ঙ) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে (টিওএন্ডই) সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রাদি) অন্তর্ভূক্ত আছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে এবং অনুমোদিত হলে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/ অর্থ মন্ত্রণালয়।

(চ) জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার পদক্ষেপ।

জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার বিষয়ে অত্র বোর্ডের স্মারক নং বাককবো-০৪/০৭ তারিখ ঃ ০৯-০৮-২০০৯ এর মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র দেয়া হয়েছে।

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলেই একমত পোষণ করেন যে, তহবিল বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এ সুবিধা বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে চিকিৎসা সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট পদসমূহ সংরক্ষণ।

স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৪১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ১৮৮টি পদ ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণ করার প্রস্তাব সভায় পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণ করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(জ) সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঁচান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্মারক নং বাককবো-৪প্র/৯৬-২৯৯ তারিখ ঃ ০২-০৯-০৯, স্মারক নং বাককবো-৪প্র/৯৬-৫৯৭ তারিখ ঃ ২৯-১০-০৯, স্মারক নং বাককবো-৪প্র/৯৬-৯২৩ তারিখ ঃ ১৪-১২-২০০৯ এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা বরাবরে প্রতিটি কার্ডের অনুকূলে প্রদানকৃত টাকার হিসাব বিবরণী চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ তার প্রতি উত্তরে অত্র বোর্ডকে জানিয়েছে যে, কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী প্রেরণ সোনালী ব্যাংক লিঃ এর কর্মপরিসরভূক্ত নয়। তৎপ্রেক্ষিতে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করে ১৯৮৭-১৯৮৮ অর্থ বছর হতে ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রতিটি কার্ডের অনুকূলে প্রদেয় টাকার একটি হিসাব প্রতিবেদন তৈরি করে। উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৮৭-১৯৮৮ অর্থ বছর হতে ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে বোর্ড কর্তৃক ৬৭,৪৬৪ টি আদেশনামার অনুকূলে টাঃ ৪৭১,৭৯,৭১,৭৩৪/- (চারশত একাত্তর কোটি উণআশি লাখ একাত্তর হাজার সাতশত চৌত্রিশ) মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। অন্যদিকে সোনালী ব্যাংক লিঃ কে বিভিন্ন সময়ে বোর্ড কর্তৃক টাঃ ৫৫৩,৮৩,২৯,২০০/- (পাঁচশত তেপ্পান্ন কোটি তিরাশি লাখ উণত্রিশ হাজার দুইশত) প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ উক্ত টাকা থেকে কার্ডের অনুকূলে টাঃ ৪৩৪,২৪,৭৯,০৬৩/৯৩ (চারশত চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লাখ উণআশি হাজার তেষট্টি এবং পয়সা তিরানব্বই) এবং বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য বাবদ টাঃ ১১৯,৪৫,৭৪,৭৭৩/- (একশত উনিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার সাতশত তিয়াত্তর) সহ মোট টাঃ ৫৫৩,৭০,৫৩,৮৩৬/৯৩ (পাঁচশত তেপ্পান্ন কোটি সত্তর লাখ তেপ্পান্ন হাজার আটশত ছত্রিশ এবং পয়সা তিরানব্বই) প্রদান করে। এতে দেখা যায় যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ কার্ডের ও বিশেষ চিকিৎসা সাহায্যের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিঃ কে টাঃ(৫৫৩,৮৩,২৯,২০০.০০- ৫৫৩,৭০,৫৩,৮৩৬.৯৩) = টাঃ ১২,৭৫,৩৬৩.০৭ (বার লাখ পঁচাত্তর হাজার তিনশত তেষট্টি এবং পয়সা সাত) বেশি প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিবেদন সোনালী ব্যাংক লিঃ ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সোনালী ব্যাংক লিঃ তাদের পাওনা টাকা পরিশোধের ও একটি সমঝোতা স্মারক তৈরি করে চুক্তি সম্পাদনের জন্য বার বার পত্র প্রেরণ করছে

বলে সভায় জানানো হয়। বিষয়টি বোর্ড সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখার ডিজিএম এর নিকট প্রতিটি কার্ডের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত টাকার হিসাব বিবরণী প্রদানের বিষয়ে জানতে চান। সে প্রেক্ষিতে ডিজিএম জানান যে, পূর্বে ১২০০টি শাখায় হিসাব সংক্রান্ত কাজ ম্যানুয়ালি করা হতো বিধায় কার্ডভিত্তিক হিসাব প্রদান করা সময় সাপেক্ষ ও কষ্টকর। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-কে প্রত্যেক শাখা থেকে হিসাব সংগ্রহ পূর্বক কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে ৩০ এপ্রিল, ২০১০ এর মধ্যে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে ৩০ এপ্রিল, ২০১০ এর মধ্যে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঝ) বি,আর,টি,সির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পূনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বিআরটিসি বাসের ভাড়া এবং যাত্রীদের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে মতামত যাচাই/জরিপ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে বলে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল-কে কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন ৩০ এপ্রিল, ২০১০ এর মধ্যে পেশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআরটিসি বাসের ভাড়া এবং যাত্রীদের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন ৩০ এপ্রিল, ২০১০ এর মধ্যে পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।

(ঞ) মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাস যুগোপযোগী করে এর সাথে গ্রাফিকস ডিজাইন কোর্স চালু করণ প্রসঙ্গে।

মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কম্পিউটার অপারেটর-কাম-প্রশিক্ষিকা-কে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাসে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালু করার বিষয়ে ১০ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রমের একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাস যুপোপযোগী করে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালু করার বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাস যুপোপযোগী করে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালু করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ট) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রী বেতন ও হল ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রী বেতন, ভর্তি ফি ও হল ভাড়া বৃদ্ধি বিষয়ে মতামত যাচাই/জরিপ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে বলে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন পেশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ছাত্রী বেতন ও হল ভাড়া বৃদ্ধি বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।

(ঠ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কেন্দ্রীয় বিশেষ সাহায্য (চিকিৎসা/শিক্ষা-বৃত্তি/দাফন-অন্তেষ্টিক্রিয়া) শিক্ষা-বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ক্লাবের অনুদান বরাদ্দ উপ-কমিটি পূনর্গঠন প্রসঙ্গে।

১০ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বে গঠিত কমিটি দ্বারা কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৩ ঃ কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর ৬৭ বছর পর্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হলে "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" হতে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) চিকিৎসা সাহায্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণকে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হলে "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" হতে চাকুরীরত অবস্থায় একজন কর্মচারীকে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) প্রদান করা হয়। জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বয়স সীমা ৫৭ বছর এর পরিবর্তে ৬৭ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে অত্র বোর্ডের স্মারক নং ০৫.২৫৪.০০১.০১. ০০.০০৫. ২০০৬(অংশ-৩)-১৪৬১ তারিখ ঃ ০৯-০৩-০৯ এর মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় এ বিষয়ে আলোচনা কালে সকলেই একমত হন যে, তহবিল বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের বয়স সীমা ৫৭ বছর এর পরিবর্তে ৬৭ বছর পর্যন্ত উক্ত সুবিধা প্রদান করা সমীচীন হবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম অব্যাহত থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৪ ঃ কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় চিকিৎসা সাহায্যের জন্য আবেদনকারীগণের আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ অনুযায়ী রেজিষ্টারে নিয়মিতভাবে তালিকাভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।

কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক দেখার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীর মাধ্যমে তারিখ অনুযায়ী রেজিষ্টারে নিয়মিতভাবে তালিকাভূক্ত করা হয়ে থাকে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৫ ঃ কল্যাণ তহবিলের চিকিৎসার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণ এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ অনুযায়ী আবেদন বিবেচনাকরণ প্রসঙ্গে।

কল্যাণ তহবিলের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণের জন্য প্রচলিত ফরম সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় বোর্ডের সকল ফরম যুগোপযোগীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় সভাপতি অবহিত করেন যে, ফরম যুগোপযোগীকরণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত কমিটি বোর্ডের সকল প্রকার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ পেশ করবে।

সভায় অবহিত করা হয় যে, চিকিৎসা সাহায্যের আবেদন প্রাপ্তির তারিখ অনুযায়ী (বিশেষক্ষেত্র ব্যতিত) তালিকা প্রণয়ন করে বাছাই কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উপ-কমিটিতে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে বোর্ডের সকল প্রকার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৬ ঃ আবেদন বাছাইয়ের জন্য উপ-কমিটি পুনর্গঠন এবং কমিটির কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে শিক্ষা-বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য, দাফন-অন্তেষ্টিক্রিয়া ও ক্লাবের অনুদান বরাদ্দ দানের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে সভাপতি করে কেন্দ্রীয় বিশেষ সাহায্য মঞ্জুরী উপ-কমিটি নামে একটি উপ-কমিটি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব-কে সভাপতি করে চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি বাছাই কমিটি রয়েছে।

উক্ত কমিটি পূনর্গঠনের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড বাছাই কমিটিতে সিনিয়র সহকারী সচিব(কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভূক্ত করে নিম্নরূপভাবে বাছাই কমিটি পূনর্গঠন করা হয় এবং উপ-কমিটি পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে বলে মতামত প্রদান করা হয়।

(০১)	উপ-সচিব(সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।		
(০২)	উপ-হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক(প্রশাসন), হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা।	-	আহবায়ক
(০৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব(কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	-	সদস্য
(০৪)	সহকারী পরিচালক(প্রশাসন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।	-	সদস্য
(০৫)	সিভিল সার্জন এর প্রতিনিধি (মেডিক্যাল অফিসার), বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা।	-	সদস্য
(০৬)	সহকারী পরিচালক/প্রশাসনিক অফিসার(কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।	-	সদস্য
		-	সদস্য-সচিব

কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা সাহায্য বাবদ টাঃ ১০,০০০/- এর উর্ধে সর্বোচ্চ টাঃ ২০,০০০/- সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরী প্রদানের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় বোর্ডের চেয়ারম্যান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকা প্রয়োজন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠণ করা হয়ঃ

০১।	অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	আহবায়ক
০২।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	সদস্য
০৩।	যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	সদস্য

উক্ত কমিটি আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ সাহায্য মঞ্জুরীর জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পেশ করবে। উক্ত কমিটিকে পূর্বের ন্যায় সিভিল সার্জনের একজন প্রতিনিধি রোগের ধরণ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজে সহায়তা করবেন এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

সিদ্ধান্ত ঃ কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা সাহায্য বাবদ টাঃ ১০,০০০/- এর উর্ধে সর্বোচ্চ টাঃ ২০,০০০/- মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে একটি কমিটি গঠণ করা হয় এবং উক্ত কমিটি আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ সাহায্য মঞ্জুরীর জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবরে পেশ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭ ঃ বোর্ডে ন্যস্ত করণ তহবিল যথাযথভাবে (আয়-ব্যয় সহ) সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি যথাসময়ে নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের কল্যাণ তহবিলের সমুদয় টাকা অর্থাৎ টাঃ ১৩৯,০০,০০,০০০/- সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়, যৌথবীমা তহবিলের টাঃ ৪৬,৫২,৩৩,২০৮/- জনতা ব্যাংক, তোপখানা রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় এবং বোর্ড তহবিলের টাঃ ১৩,৯৪,১৫,২২৮/- জনতা ব্যাংক, জিরোপয়েন্ট শাখা, ঢাকায় স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করা আছে। সভায় বোর্ডের কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রতিবছর আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় এবং সে ব্যয় স্থায়ী আমানতের মুনাফা ও কোন কোন সময় মূলধন থেকেও মিটানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড মতামত ব্যক্ত করেন যে, কোন অবস্থাতেই মূলধন থেকে ব্যয় মিটানো যাবে না এবং আয় অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

বোর্ডের অডিট আপত্তিসমূহের ব্রডসীট জবাব যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের আয় অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই মূলধন থেকে ব্যয় মিটানো যাবে না।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৮ ঃ বোর্ডের আয়বৃদ্ধির কার্যক্রমসহ ভবন নির্মাণ কাজ তরান্বিতকরণ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের আয়ের উৎস হচ্ছে সরকারী ও ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল হতে প্রদত্ত চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম। বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অত্র বোর্ডের স্মারক নং ০৫.২৫৪.০০২.০২.০০.০০৮.২০০০-১৩৬৮ তারিখ ঃ ১৮-০২-২০১০ এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে টাঃ ৫০/- এর স্থলে টাঃ ১৫০/- এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে টাঃ ৪০/- এর স্থলে টাঃ ১০০/- বৃদ্ধি করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

সিদ্ধান্ত ঃ কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট

আলোচ্য বিষয় ০৯ ঃ আবেদনকারীগণের তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়নের জন্য পরিকল্পনা বিভাগের Support to ICT Project (SICT Project) বরাবরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০২-০৭-২০০৫ তারিখে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় এবং উক্ত প্রস্তাব SICT Project কর্তৃক ১০-১১-২০০৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। সে প্রেক্ষিতে উক্ত প্রজেক্ট থেকে অত্র বোর্ডকে কম্পিউটার, সার্ভার, প্রিন্টার, ইউপিএস(অন লাইন), ইউপিএস(অফ লাইন), এসি, কম্পিউটারের চেয়ার টেবিল এবং সফট্ওয়্যার (লিনাক্স ও ওরাকল) সরবরাহ করা হয় বলে সভায় জানানো হয়।

বর্তমানে বোর্ডের Process Automation Software ও Dynamic Website তৈরির প্রক্রিয়া SICT Project আরম্ভ করেছে। পিপিআর অনুযায়ী out sourcing এর মাধ্যমে Vendor–IECB (Information Engineers & Consultants Bangladesh Ltd.) নির্বাচিত হয়েছে। উক্ত কোম্পানীর সাথে ২৪-০২-২০১০ তারিখ contract agreement হয়েছে এবং ৪(চার) মাসের মধ্যে কাজ শেষ করবে বলে সভায় অবহিত করা হয়। Automation Software তৈরী হলে আবেদনকারীদের তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা যাবে। এ বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, Automation Software তৈরীর অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতি মাসে তাঁকে অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়কে Automation Software তৈরীর অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতি মাসে অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১০ ঃ কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় বিশেষ চিকিৎসা সাহায্যের পরিমান বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি ও বোর্ডের নিবন্ধিত ১৯টি শ্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা হয়। কর্মচারীর নিজের বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ ৪(চার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান বা সর্বোচ্চ টাঃ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রদান করা হয় এবং সাধারন চিকিৎসার জন্য উপ-কমিটির সভাপতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর অনুমোদনক্রমে অনুর্ধ টাঃ ১০,০০০/- (দশ হাজার) প্রদান করা হয়। সভায় উক্ত চিকিৎসা সাহায্যের পরিমান বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে সকলেই একমত পোষণ করেন যে, চাঁদা বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

সিদ্ধান্ত ঃ কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা সাহায্যের প্রচলিত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১১ ঃ বিভিন্ন সভার সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড সভায় সম্মানিত সকল সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) করে সম্মানী প্রদান করা হয় এবং কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরী সংক্রান্ত উপ-কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য টাঃ ৩০০/- (তিন শত) প্রদান করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়। বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) এর স্থলে টাঃ ২,০০০/- (দুই হাজার) এ উন্নীত করা এবং উপ-কমিটির সদস্যদের সম্মানি টাঃ ৩০০/- (তিন শত) এর স্থলে টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) এ উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, বোর্ডের তহবিল বৃদ্ধি না করে বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের তহবিল বৃদ্ধি না করে সদস্যদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করা যাবে না।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১২ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল এ অন্তর্ভূক্তি প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচীতে নিয়োজিত কর্মচারীগণ প্রায় সাত হাজার সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সময়মত অফিসে আনা নেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। স্টাফবাস কর্মসূচীতে নিয়োজিত গাড়িচালক, হেলপার ও সহায়ক কর্মচারীগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন। স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এ তালিকাভূক্ত করার প্রস্তাব সভায় পেশ করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, তালিকাভূক্তকরণ একটি আইনগত বিষয়। এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠণ করা হয়।

০১।	যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	
০২।	যুগ্ম-সচিব(প্রবিধি), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
০৩।	উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	সদস্য
		সদস্য-সচিব

সিদ্ধান্ত ঃ স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এ তালিকাভূক্তকরণ বিষয়ে গঠিত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১৩ ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত, গ্যাস লাইন সংযোগ ও চুলা স্থাপন সংক্রান্ত।

মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম কমিউনিটি সেন্টারে বিশেষ মেরামত কাজ অনুমোদিত টাঃ১৪,৪৭,৫০৮/- (চৌদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত আট)-তে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। ৯ম বোর্ড সভায় কমিউনিটি সেন্টারে বৈদ্যুতিক কাজ ও এসি সংযোগের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। এ বিষয়ে ১৫/০৩/২০০৯ তারিখে বাককবো (কর্মসূচী)-৬/৯৭-৯৩৮ এর মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৩ কর্তৃক বৈদ্যুতিক কাজের জন্য (হল রুমে ১৫ টি ২৪ ইঞ্চি প্যাডেলস্টাল ফ্যান, কনে বসার রুমে দুই টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ টি এসি স্থাপন সহ) টাঃ ১১,৮৬,৭১৭/- (এগার লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত সতের) এর প্রাক্কলন ও নকশা দাখিল করেছেন। মিলনায়তনটির যথোপযুক্ত ব্যবহারের নিমিত্ত গ্যাস সংযোগ ও চুলা স্থাপনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, মতিঝিল গণপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট থেকে স্মারক নং ৪৭৯৩ তারিখ ঃ ২২-০৬-২০০৯ এর মাধ্যমে টাঃ ৪,৮৪,২৭৩/- (চার লাখ চুরাশি হাজার দুইশত তিয়াত্তর) এর একটি প্রাক্কলন ও নকশা পাওয়া গেছে। উক্ত প্রাক্কলিত টাকার মধ্যে গ্যাস সংযোগের জন্য টাঃ ১,০৫,৭৯০/- (এক লাখ পাঁচ হাজার

সাতশত নব্বই) জামানত হিসেবে তিতাস গ্যাস লিঃ এ জমা থাকবে। প্রাক্কলিত ব্যয় মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব তহবিল থেকে মিটানো সম্ভব হবে। বিষয়টি সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয় এবং বৈদ্যুতিক কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাঃ ১১,৮৬,৭১৭/- (এগার লাখ ছিয়াশি হাজার সাতশত সতের) এবং গ্যাস সংযোগ ও চুলা স্থাপনের জন্য টাঃ ৪,৮৪,২৭৩/- (চার লাখ চুরাশি হাজার দুইশত তিয়াত্তর) এর প্রাক্কলন ও নকশা এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য একমত পোষণ করেন।

বিবিধ আলোচনায় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আরো কোন আলোচ্য বিষয় আছে কি না জানতে চাইলে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম জানান যে, মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ভবনটি পুরাতন হওয়ায় সংস্কার করা প্রয়োজন এবং ভবনটি মেরামতের জন্য গণপূর্ত বিভাগ চট্টগ্রাম কর্তৃক টাঃ ৩,১৭,৯৭২/৩৮ এর প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত টাকা বরাদ্দ করা হলে ভবনটি সংস্কার পূর্বক উক্ত কেন্দ্রের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। প্রাক্কলিত ব্যয় মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব তহবিল থেকে মিটানো সম্ভব হবে। সভায় বিষয়টি অনুমোদনের জন্য সকলেই একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাঃ ১১,৮৬,৭১৭/- (এগার লাখ ছিয়াশি হাজার সাতশত সতের) এবং গ্যাস সংযোগ ও চুলা স্থাপনের জন্য টাঃ ৪,৮৪,২৭৩/- (চার লাখ চুরাশি হাজার দুইশত তিয়াত্তর) এর প্রাক্কলন, নকশা এবং মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ভবনটি মেরামতের জন্য টাঃ ৩,১৭,৯৭২/৩৮ এর প্রক্কলন, নকশা ও অর্থ বরাদ্দ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।